| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।


# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪


জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে শ্রাবণ ১৪২১
১৩ আগস্ট, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

## ইলু চৌধুরী এখন সেকেন্দ্রা অঞ্চলের অনুব্রত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলে এখন চলছে ইলিয়াস চৌধুরীর (ইলু) প্রভাব। ঠিক বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডলের মতো। সম্প্রতি তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়েছেন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইমানী বিশ্বাসের হাত ধরে। ইলুর দাপটে এখন ওখানকার তৃণমূলীদের একটা বড় অংশ দলের লোকেদের ওপরেই আক্রমণ চালাচ্ছে। বাড়ীঘর লুঠপাট করছে। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আতাবুল সেখ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আজ শশব্যস্ত। তাঁর অনুগতরা অনেকে এলাকা ছাড়া। কারো কারো ঘর-বাড়ী লুঠ হয়ে গেছে। পুলিশ তৃণমূলের প্রভাবে ইলু চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোন জি.ডি নিচ্ছে না। এটাই এলাকা

(শেষ পাতায়)

## কেউ কথা রাখেনি–পানীয় জল নিয়ে স্রেফ ধাপ্পা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ -১ ব্লকের মির্জাপুর অঞ্চলের মানুষ পরিস্রুত পানীয় জলের দাবী জানান গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভোট প্রার্থী অভিজিত মুখার্জীর কাছে। মানুষের চাহিদা মেটাতে অভিজিতবাবু সক্রিয় হন। জলের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নেয়। পাইপ লাইনের কাজও শুরু হয়ে যায়। অভিজিতের তৎপরতায় গ্রামের মানুষ রান্না ঘরে জল, বাথরুমের শাওয়ারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। কিন্তু ভোট পার হতেই অদ্ভুতভাবে পাইপ লাইনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ ভোট ভিখারীদের ছলচাতুরী নিয়ে আর মন খারাপ করেন না। অনেকে বাড়ীতে টিউবওয়েলও বসিয়ে নেন। পি.এইচ.ই–র জল আজও এলাকার মানুষের

(শেষ পাতায়)

## পুলিশ হত্যার অন্যতম অভিযুক্ত জামিন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার জয়রামপুরে গত বছর জনৈক কনষ্টেবল সুমন্ত হালদার ডিউটিরত অবস্থায় খুন হন। প্রধান অভিযুক্ত ওয়াখিল আহম্মেদকে পুলিশ দীর্ঘ সময় গা ঢাকা দেবার পর গত জুনে গ্রেপ্তার করে। অন্য অভিযুক্ত ওয়াখিলের দাদা রুহুল আমিন এত দিন গা ঢাকা দেবার পর সম্প্রতি হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে বীরদর্পে এলাকায় ঘোরাঘুরি শুরু করেছেন। তিনি নাকি বলে বেড়াচ্ছেন–বর্তমান আই.সি তার বন্ধু। একই হোষ্টেল থেকে পড়াশোনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আই.সি সৈয়দ রেজাউল কবীরের বক্তব্য, ও কতদূর পড়াশোনা করেছে ওটা আগে জানা দরকার, পরে অন্য কথা।

## হ্যালো বি.ডি.ও. সাগরদীঘি

নিজস্ব সংবাদদাতা : একদা মন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র। মহকুমার সব থেকে পিছিয়ে পড়া ব্লক। সরকার অন্যায়ভাবে জমির খাজনা আদায় করে ডবল। কোথাও কোথাও বিদ্রোহ, বিপ্লব নাই। আদিবাসীরা হাঁড়িয়া, গরীবরা চোলাই আর গোটা এলাকা হুকিং করে বেশ আনন্দে আছে। যারা প্রতিবাদী তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু না করতে পেরে কেউ সাহিত্যিক, কেউ হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। এহেন মজাদার ব্লকের বিডিও হয়ে বেশ আছেন। বার্ধক্য ভাতার ৫/৬ মাস ধরে পাত্তা নেই। বিপিএল রেশন নিয়ে চলছে নগ্ন দুর্নীতি। বন্যেশ্বর অঞ্চলের জাগলাই গ্রামের রাস্তার করুণ অবস্থার কথা গ্রামের মানুষ বিডিওর কাছে এসে বার বার বললেও তিনি কোন গুরুত্ব দেননি। কথা বলার নাকি সময় নাই–সহানুভূতি তো অনেক দূরে। মিড-ডে-মিল, এস.এস.সি-র টাকার ব্যয়, গ্রামের স্বাচ্ছন্দ্য দেখার দায়িত্ব যাদের তাঁরা এরকম কুম্ভকর্ণ হলেও বসেদের কাছে খুবই করিৎকর্মা। আর এর তো সব মাফ, বাছা আমার নবাগত যে। প্রভুরা আসছেন যাচ্ছেন, ব্লক থেকে মহকুমা–মহকুমা থেকে জেলা–জেলা থেকে

(শেষ পাতায়)

## ভাগীরথী ব্রীজের রাস্তার অবস্থা করুণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ভাগীরথী ব্রীজের নীচের ভাঙা অংশ মেরামত হলেও রাস্তার খানাখন্দ থেকেই গেল। জঙ্গিপুর পারে কলেজ হোষ্টেলের কাছে রাস্তার পীচের চটা উঠে গিয়ে ঘন ঘন গর্ত তৈরী হয়েছে। অনেক জায়গায় ঢালাই উঠে রড বার হয়ে গেছে। প্রায় যানবাহন ঐ সব গর্তে পড়ে গিয়ে যাত্রীদের রক্তাক্ত করছে। রঘুনাথগঞ্জ পারে বীজে ওঠার মুখেও একই অবস্থা। এই সব গর্ত মেরামতির দায়িত্ব কার ?

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪২১

## প্রাসঙ্গিকতা

আগামী শুক্রবার ১৫ই আগষ্ট–ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দেশের সর্বত্র এই দিনটি শ্রদ্ধার সহিত উদ্‌যাপিত অবশ্যই হইবে। প্রথা অনুযায়ী পূর্বদিন রাষ্ট্রপতির জাতিনর উদ্দেশ্যে ভাষণ শ্রুত হইবে। পরের দিন লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যথোচিত মর্যাদা সহকারে স্বাধীনতা দিবসের নানা অনুষ্ঠান হইবে। রক্তদান, হাসপাতালে রোগীদের ফল-মিষ্টান্ন বিতরণ, কোথাও বা সংহতি পদযাত্রা ইত্যাদি ইহার আঙ্গিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই বৎসর তাহার ব্যতিক্রম অবশ্যই হইবে না।

ভারত ভূ-খণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া আমরা এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। অথচ বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যাঁহারা ছিলেন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ –যাঁহারা হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জুকে পুষ্পমাল্য জ্ঞানে বরণ করিয়াছিলেন – যাঁহারা বিদেশী শাসকের বুলেট-বেয়নেট নির্দ্ধিধায় বুক পাতিয়া লইয়াছেন-যাঁহারা অন্ধকারার মধ্যে জীবনীশক্তিহীন অভিশপ্ত জীবনকে শ্রেয় ও প্রেয় জ্ঞান করেন-ভারত মাতৃকার যে নয়নমণি আত্মস্বার্থসুখ জলাঞ্জলি দিয়া আজিও পৃথিবীর বিস্ময় ও সাধারণ ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্পদ, তাঁহারা কেহই এই অঙ্গচ্ছিন্না মাতৃভূমির আধুনিক রূপ কল্পনাও করেন নাই। বিদেশী শাসকের কূট চক্রান্তের শিকার হইয়া অঙ্গচ্ছেদ মানিয়া লইয়াছি আমরাই।

রক্তের মূল্যেই স্বাধীনতা অর্জিত হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাস তাহাই বলে। ১৯৪৬ সালে দেশের মানুষ যে রক্ত দিয়াছেন, তাহা হিংসাদ্বেষের আত্মকলহের এক বেদনাদায়ক পরিণাম। একই দেশমাতার সন্তান আমরা নিজেদের ভিন্ন ভাবিয়া পথ চলিতে চাহিয়াছিলাম। ইহাতে ইন্ধন জোগাইল কূটচক্রীর দল তথা শাসক ব্রিটিশকূল। দেশ বিভাগ অনিবার্য হইয়া পড়িল। ভারতীয় জাতীয়ত্ব ও দৃঢ় সংহতির উপর পড়িল প্রথম আঘাত। এক বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক জিগিরে দেশের মধ্যে বহিল রক্তস্রোত এবং তাহার পর দেশ বিভাজন – দুই রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু যে ভেদবুদ্ধিরূপ বিশাল শিলায় এক জাতীয় স্রোত দ্বিধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে দুইটি ধারাই কি এখন স্বচ্ছন্দগতি লাভ করিয়াছে ? ইহার উত্তর-করে নাই। তাই অতীতের ভুল বা পাপের মাশুল এখন উভয় রাষ্ট্রকেই দিতে হইতেছে। উভয় রাষ্ট্রই অশান্তির আগুন পোহাইতেছে।

ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ, হানাহানি প্রভৃতি দেশের অগ্রগতিকে নানাভাবে ব্যাহত করিতেছে। তদুপরি বিভিন্ন সময়ে নানা অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল, তাহার সম্যক কারণ অদ্যাপি নির্ধারিত হইল না। যে ধরনের তদন্ত বিস্ফোরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিত, তাহা কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অনিচ্ছায় হয় নাই।

## স্বাধীনতার স্বাদহীনতা

### শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্বাধীনতা কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত কোনও অভিজ্ঞতা নাই। বিদেশী ইংরাজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন হইতে কোন বিপদ হইলে লোকে "দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের" বলিয়া আত্মরক্ষার আর্ত্তনাদ করিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন, তখনও কোম্পানির মুলুক বলিয়া লোকে এ দেশকে অভিহিত করিত। 'মহারাণীর মুলুক'ও না বলিত এমন নয়। পরাধীন দেশের আত্মরক্ষায় 'দোহাই মহারাণীর' বলিয়া অভয় আমন্ত্রণ করিত। এত দিনের পরাধীন অথবা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি, স্বাধীনতার স্বাদ কি প্রকার তাহা কেমন করিয়া জানিব।

আমাদের বাল্যকালের একটা ঘটনা মনে পড়ে – আমাদের দেশে বাগানে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল ফলিয়া থাকে। তখনও কোন বাবুর বাগানে গোলাপজাম ফলে নাই। দুই একটি বাগানে জামরুল ফলিয়াছিল। সুজাপুর গ্রামের এক বৃদ্ধ মুসলমান জামরুল ফেরী করিয়া বেচিত। সে পাড়ায় পাড়ায় 'চাই গোলাপ জাম' বলিয়া জামরুল দিয়া লোকের গোলাপ জাম খাওয়ার সাধ মিটাইত। তারপর যখন সত্যিকার গোলাপজাম আসিল, তখন বুঝিলাম, লোকটা আমাদের কি বলিয়া কি খাওয়াইয়া ঠকাইয়াছে। হয তো সে বেচারার অপরাধ নাই, সেও বোধহয় জানিত না-গোলাপ জাম কাকে বলে। আমাদের নেতৃবর্গ আমাদের কাছে স্বাধীনতা বলিয়া যে দ্রব্য বিলি করিতেছেন, ভয়ে ভয়ে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করিতে হইতেছে। কখনও স্বাধীন দেশে যাই নাই। স্বাধীন দেশের লোক কি সুখ ভোগ করে, সেখানকার খাওয়া পরা আমাদের মত কি না, তাহা তুলনা না করিলে বুঝিতে পারিব না যে স্বাধীনতার স্বরূপ কি ? তবে যে স্বাধীনতা আমরা রোজ উপভোগ করিতেছি তা বেশী দিন ভোগ করিলে ধরাধামে বাস করাই দুরূহ বলিয়া মনে হইবে। সবাই বলে-দেশে খাঁটি মানুষ নাই, খাঁটি জিনিস নাই। মানুষ দেখিলেই মনে হয়-হয় তো এ লোকটা হিতাকাঙ্খীর বেশে চোর। স্বাধীনতা নামটাই আমাদের কাছে শববাহকদের কণ্ঠে হরিধ্বনির মত হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করে।

বুড়ো বুড়ীদের মুখে আমরা হারাধন কানার দুধ খাওয়ার ভীতির কথা শুনিতাম। হারাধন জন্ম অন্ধ। কাঙালের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে জ্ঞান হওয়ার পর সে কখনও দুধ খাই নাই। যখন লোকে তাকে বলতো–হারু কানা ! দুধ খাবি ? সে উত্তর করতো না ভাই ঠোঁট কেটে যাবে। লোকে তার দুধ খেয়ে ঠোঁট কাটার কথা শুন্‌বার জন্য তামাসা ক'রে বল্‌তো হারু দুধ খাবি ?

ব্যাপারটা হচ্ছে একদিন হারু তার এক ধনী স্বজাতির বাড়ীতে অতিথি হয়। ধনী তাকে বলে হারু দুধ খাবি ?

হারু–দুধ কেমন দাদাবাবু ?

ধনী–সাদা বকের মত।

হারু–বক কেমন ?

ধনী–ঠোঁট আছে।

হারু–ঠোঁট কেমন ?

একটি চাকরের হাতে একখানা কাস্তে ছিল, ধনীটি তাই নিয়ে হারুর হাতে দিল। হারু কাস্তেতে হাত বুলিয়ে দেখে বলে উঠলো–না দাদাবাবু, দুধ খাবো না, ঠোঁট কেটে যাবে। আমাদের দেশের ধনী ও ক্ষমতাপন্ন দাদাবাবুরা চাল, ডাল, তেল, কাপড় সব নিয়ে যে চাল চালতে আরম্ভ করেছেন তাতে আমাদের মত হারু কানার দুধ খেলে ঠোঁট কাটার ভয় পদে পদে। তবুও জাতীয় পতাকার সামনে মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করি। স্বাধীনতার স্বাদহীনতা কবে দূর হইবে তাহা ভবিতব্যই জানেন।

## পশ্চিম বাংলার প্রথম বইমেলা

## জঙ্গিপুরের গ্রন্থমেলা

### আনন্দগোপাল বিশ্বাস

(পূর্বে প্রকাশিতের পর).. বেড়াবার জায়গা ছিল সদরঘাট। সেখানে বেশ কয়েকটা বসবার সিমেন্ট বাঁধান জায়গা, দু'পাশে ছিল সারিসারি পামট্রি। ম্যাকেঞ্জির মাঠ ছিল খেলা ধুলার জায়গা। তখনকার দিনে ফুটবল খেলাটাই ছিল প্রধান খেলা। ঐ মাঠেও কিছুলোক অক্সিজেন নিতে যেত। আর একটা সুন্দর জায়গা ছিল বর্তমানের 'হঠাৎ কলোনী'। না তখন কলোনী হয়নি। ওখানে যে পুকুরটি আছে, তার চারিদিকে ছিল অনেকগুলো সিমেন্ট বাঁধানো বসার জায়গা, বসার জায়গা গুলো ছিল লাল রং এর, মাঝে মাঝে ছিল ঝাউ ও বিভিন্ন ফুলগাছ। মাঝখানের হল ঘরটি ছিল তখন অফিসারদের ক্লাব। সেখানে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা হত। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে রাস্তার দুধারে ছিল দেবদারু গাছ।

এই জায়গাটাই সেদিন বেছে নেওয়া হয়েছিল গ্রন্থমেলার প্রাঙ্গণ হিসাবে। বর্তমানে যেখানে প্রাইমারী স্কুলটা আছে তার কাছাকাছি সুবিশাল মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে প্রতিদিন কোন না কোন স্বনামধন্য মানুষেরা এসেছেন, বক্তব্য রেখেছেন। নাটক হয়েছে, কবিগান হয়েছে, হয়েছে আরোও কত কি !

এত কথার অবতারণা করছি এই জন্যই যে স্মারকগ্রন্থ সাধারণতঃ অনেক আগেই ছাপানো হয়ে থাকে, এইসব কথাগুলো এই গ্রন্থে থাকারই কথা। সেই সময়ের মানুষ আজও যাঁরা আছেন তাঁরাই এত কথার ভুলভ্রান্তি ধরতে পারবেন। স্মৃতি বড়ই দুর্বল, বয়সের ভারে হয়ত কিছু ভুল তথ্য এসে যেতেই পারে সেজন্য আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, গ্রন্থমেলার ষ্টলগুলি হয়েছিল ঐ পুকুরের পাশ দিয়ে। বই কেনা বেচার ষ্টল ছিল সীমিত। কিন্তু প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছিল পুরাতন দিনের অনেক দুষ্প্রাপ্য বই, যা সংগ্রহ করা হয়েছিল জঙ্গিপুর মহকুমা তথা তার বাইরে থেকেও, বড় বড় জমিদার, জোতদার বা বিদ্বান ব্যক্তিদের সংগ্রহশালা থেকে। গ্রন্থমেলার শেষে সংগৃহীত বইগুলি ঠিক ভাবে ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে অভিযোগ উঠেছিল বলে শোনা যায়। বই এর ষ্টল এর পাশে (শেষ পাতায়)

# জঙ্গিপুরে প্রথম স্বাধীনতা দিবস

## শীলভদ্র সান্যাল

এরকম একটা জোর খবর সবার মুখেমুখে তখন চাউর হ'য়ে গিয়েছিল, মুর্শিদাবাদ-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হ'তে যাচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের বেশ কিছুদিন আগে থেকে এই রকম যে একটা হাওয়া উঠেছিল, তার কারণটিও সহজবোধ্য। মুর্শিদাবাদ মুসলমান প্রধান অঞ্চল, তার ওপর নবাবদের দেশ। সুতরাং জেলাটি পাকিস্তানে চলে গেলে আশ্চর্যের কী আছে। অনেকে তো জমি-জমা বিক্রী করার চিন্তাভাবনাও শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। বাস্তু-চ্যুত হওয়ার ভয় ও আশঙ্কা অনেকের মনই গ্রাস করেছিল। পাড়ায় পাড়ায় ফিসফাস-আলোচনা, মানুষের জটলা। চারিদিকে কেমন একটা থমথমে পরিবেশ। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যদিও এখানকার সাধারণ মানুষ বরাবরই শান্তিপ্রিয়, তবু স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কায় ক্রমশঃ জোটবদ্ধ হচ্ছিল। অন্ততঃ একটা রাতের জন্য পাড়ায় শিশু ও মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় এক জমিদারী বাড়িতে। আত্মরক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণে ইট আর পাথরের টুকরো স্তূপাকৃত করা হয়েছিল জমিদার বাড়ীর ছাদে। হামলা হলে ওইগুলো দিয়েই আত্মরক্ষার জুতসই প্রস্তর-যুগীয় আদিম পদ্ধতি ! পাড়ার তরুণরা সংঘবদ্ধ হ'য়ে সতর্ক নজর রাখছিল চতুর্দিকে। সবখানে একটা কী হয় কী হয় ভাব! জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়িতে ততদিনে দৈত্যাকৃতি চেহারার সব পাঠান পুলিশরা এসে তাল ঠুকছে আর বেপরোয়াভাবে বুক চিতিয়ে এখানে ওখানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাজারে গিয়ে নিরীহ গরীব মানুষের ঝাঁক থেকে বিনা পয়সায় তুলে নিচ্ছে আনাজপত্র, কারও বাগানে ঢুকে পড়ে গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে কলার কাঁদ, কাঁঠাল, ডাবের ঝুরি। তাদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। মুখে কিছু বলবে, তার জো কী! এদিকে ওরা গোঁফে চড়া দিয়ে খৈনি টিপছে। প্রতিদিন কাটা হচ্ছে--মুরগি, খাসি। একটা দিলখুশ, উৎসব মুখর পরিবেশ। ভাবখানা যেন, মুর্শিদাবাদ তো পাকিস্তান হচ্ছেই, শুধু মাত্র ঘোষণা অপেক্ষা. এই যা। এরকমও শোনা যায়, মুর্শিদাবাদ নাকি দিন দুয়েকের জন্য পাকিস্তান হ'য়ে গিয়েছিল। সত্য মিথ্যা জানিনা। বয়স্ক প্রবীণরা বলতে পারবেন। সে যাই হোক, যথা সময়ে খবর এল, মুর্শিদাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক যেমন, হিন্দু প্রধান অঞ্চল খুলনা জেলাটি ভৌগোলিক কারণে চলে গেল পাকিস্তানে। মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তির খবরে ওই সব পাঠান পুলিশের দল যে রাতারাতি কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল কে জানে !

জমিদার বাড়ির সংলগ্ন মাঠে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে প্রথম স্বাধীনতা দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়েছিল। পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠ এক অশীতিপর বৃদ্ধকে দিয়ে উত্তোলন করানো হয়েছিল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের পতাকা। পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় পতাকার অনুরূপ। শুধু চরখার পরিবর্তে পতাকার কেন্দ্রে এসেছিল অশোকচক্র। প্রগতির প্রতীক। ছত্রপতি শিবাজীর গুরু রামদাসের/ভাগোয়া ঝান্ডার আদর্শে উপরের অংশটি গেরুয়া। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক। নীচের অংশ সবুজ। তারুণ্যের বার্তাবহ। অনুষ্ঠান স্থল যাওয়ার পথের দু'ধারে স্কুলের ছেলেমেয়েরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করে বৃদ্ধকে অভিবাদন জানিয়েছিল। খন্দরের ধুতি চাদর-ফতুয়া পরিশোভিত ছিয়াশী বছরের ওই বৃদ্ধ সবার অভিনন্দনে অভিভূত হ'য়ে অনুষ্ঠান মন্ডপের দিকে ধীরপায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। এক অদ্ভুত প্রশান্তি, আনন্দ ও গৌরবে যে তাঁর মন সেদিন ভরে উঠেছিল, এটা অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধে হয় না। জীবন সায়াহ্নের প্রান্তসীমায় পৌঁছে জীবনের এক শ্রেষ্ঠ মুহূর্তের অংশীদার হবেন, একি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন ! স্বাধীন ভারতের প্রথম অরুণোদয়ের পুণ্য কিরণমালায় তাঁর চোখমুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল, সমস্ত হৃদয় অভিষিক্ত হয়েছিল। সমবেত সুধীজনের উপস্থিতিতে, ব্যান্ড বিউগল, ঘনঘন শঙ্খধ্বনিতে মুখর এক স্বর্গীয়-পরিবেশ রোমাঞ্চিত হ'য়ে সেদিন যে বৃদ্ধটি কম্পিত হাতে স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলেছিলেন তিনি আমার স্বর্গত পিতামহ, শশধর সান্যাল। আপ্লুত হৃদয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সেদিন তিনি উজার করে দিয়েছিলেন অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। 'বন্দেমাতরম্' গানের সুর-মূর্ছনায় আকাশ বাতাস নন্দিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৭ সালে জঙ্গিপুরে প্রথম বিদ্যুৎ আসে। অতএব খালি গলাই তখন ছিল একমাত্র সম্বল।

এখানে 'বন্দেমাতরম্' গানটি সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। গানটি প্রথম স্থান পায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে (১৮৮২ খ্রীঃ)। এটি রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'জনগণমন' গানটির প্রায় তিরিশ বছর আগের লেখা। ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম গাওয়া হয়। আর 'জনগণমন' প্রথম গাওয়া হয় ১৯১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর আর এক কংগ্রেস অধিবেশনে। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর কনস্টিটুএন্ট অ্যাসেম্বলির সভাপতি হিসেবে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

(শেষ পাতায়)

# স্বাধীনতা '৪৭

## সৌমিত্র সিংহ রায়

তা ধিনা ধিন্ ধিন্
আমরা তো ভাই স্বাধীন
অনুষ্ঠানে মালা পরাই
চোর-জোচ্চোর গলায় গলায়
দেশের দুঃখে বুক ফেটে যায়
তাই, স্কচ, হুইস্কী চাই
আমাদের, আজকে ছুটির দিন।
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় !
ব্যাঙ্ক-লোপাটের স্বাধীনতা, ভেজাল দেবার
স্বাধীনতা, কালোবাজারের স্বাধীনতা,
ঘুষ নেবার স্বাধীনতা, কাজ না করে
মাইনে নেবার স্বাধীনতা, বছর বছর
ভোট দেবার স্বাধীনতা, মন্ত্রী-নেতার
দুর্নীতির স্বাধীনতা–হীনতায়
বাঁচা বড় দায় !
স্বাধীনতা– তুমি কি কেবলই ফাঁকি !
শুধু ধনীদের বিলাস
তবে তোমার নেই দরকার
দেশজুড়ে হাহাকার
আমাদের এখন চাই স্বাধীনতা
তোমাকে খুন করবার।।

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)
পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✦ জেলা মুর্শিদাবাদ ✦ পিন-৭৪২২২৫
ফোন নং - 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

## ইলু চৌধুরী ..... (১ ম পাতার পর)

ছাড়াদের অভিযোগ। কয়েক বছর পিছিয়ে গেলে বা বামফ্রন্টের আমলে ইয়াসিন চৌধুরী ওরফে ইলুকে সিপিএমের একজন প্রথম সারির কর্মী বা নেতা হিসাবে এলাকার লোক দেখেছেন। পুলিশ ও প্রশাসনের স্নেহে তার ব্যবসা প্রসারিত হয়েছে। ঐ অঞ্চলে পার্টিকে চনমনে রাখতে ইলু সাহেবও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। দীর্ঘ সময় এই ভাবেই চলছিল। দলের নেতারাই তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দেন। কিন্তু তাতে কি হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ব্যবসায়িক ঝামেলা থেকে স্বস্তি পেতে হলে সিপিএম নেতাদের দিয়ে কাজ হবে না ভেবেই কংগ্রেসের আখরুজ্জামানের সঙ্গ নিয়ে সোজা প্রণব মুখার্জীর জঙ্গিপুর ভবনে। এর মধ্যে আবার অনেক জল গড়িয়ে গেল। ঝাড়খণ্ডের বোকারো পুলিশ ইলু চৌধুরীর সন্দেহজনক ব্যবসার প্রেক্ষিতে ওয়ারেন্ট জারী করে। ইলু গা ঢাকা দিয়ে থাকাকালীন ভাগীরথী ব্রীজের ওপর চলন্ত প্রাইভেট কার সমেত গ্রেপ্তার করে বোকারো পুলিশ। অনেকদিন পর ওখানকার জেল থেকে ফিরে এলেন ইলু বাসভূমিতে। এদিকে রাজনীতির পালা বদলে পশ্চিমবঙ্গের সিংহাসন দখল করলো তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার চালালেও খুব একটা প্রকাশ্যে এলেন না ইলু চৌধুরী। এরপর সুযোগ বুঝে তৃণমূলে যোগ দিলেন। যদি সামনের বিধানসভা নির্বাচনে রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হন ইলু তবে অবাক হবার কিছু নেই।

## জঙ্গিপুরের স্বাধীনতার ..... (৩ ম পাতার পর)

'বন্দেমাতরম্' কে প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেন। পরে, ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারি ভারতের ওই অ্যাসেম্বলি 'বন্দেমাতরম্' কে ন্যাশানাল সং ও 'জনগণমন' কে ন্যাশানাল অ্যানথেম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্বপাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নাম নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলে, রবীন্দ্রনাথেরই লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানটি সে দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পায়। একই কবির লেখা গান দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত, সারা বিশ্বে এমন উদাহরণ দুটি নেই।

## পশ্চিমবাংলার প্রথম বইমেলা ..... (২ য় পাতার পর)

অন্য ধরনের ষ্টলও ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জঙ্গিপুর কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের ষ্টলটি। তখনকার সময়ে বিজ্ঞান বিভাগে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম হয়ত বিভিন্ন জিনিস তৈরী শিখবার ও শেখাবার মানসিকতা ছিল অবশ্যই প্রসংশাযোগ্য। সেদিনের ছাত্র যাঁরা ঐ ষ্টলটি করেছিলেন তাঁরা আশা করা যায় অনেকেই জীবিত আছেন।

এবারে আসা যাক সেদিনের সেই গ্রন্থমেলায় যে সকল মাননীয় ব্যক্তিরা এসেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন দিনে তাদের কিছু কথা। সকলের কথা হয়ত স্মরণ করতে পারব না, তবে যেটুকু মনে আছে তার কিছু কিছু কথা জানাবার চেষ্টা করছি। যতদূর মনে পড়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেন তদানীন্তন খাদ্যমন্ত্রী, সত্যজিত রায় পরিচালিত পথের পাঁচালীর বিখ্যাত অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার সাহিত্যিক বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, বিখ্যাত পত্রিকা 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রাম পাল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। (চলবে)


### জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেন্ডা-জামুয়ার মৌজায় ৬ বিঘা ০৯ শতক (সেচ এলাকা) জমি বিক্রয় আছে।
যোগাযোগ : 9593504552, 9732832475
(সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা ও সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা)


## কেউ কথা রাখেনি ..... (১ ম পাতার পর)

ভরসা। অন্যদিকে মির্জাপুর বাসট্যাণ্ড থেকে জাতীয় সড়কের অনুপপুর পর্যন্ত রাস্তাটি অনেক দিন ধরে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পীচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরী হয়েছে। সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্ট ও সোনার বাংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর ভারী মাল বোঝাই গাড়ী চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে উভয় সংস্থা রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে হ্যালোজেন আলোর স্বপ্নও দেখায়। কিন্তু অনেক দিন চলে গেলেও রাস্তার চেহারা পাল্টায়নি, আলোও জ্বলেনি কোন মোড়ে। মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানত এই সব দাবী নিয়ে ঐ দুই সংস্থার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

## হ্যালো বিডিও ..... (১ম পাতার পর)

রাইটার্স কেবল কাগজে কার্বন, জেরক্স-ফ্যাক্স এর চালাচালি। ১৪ টা ফোন ১০টা ইন্টারনেট। ঢালাও খরচ করার মত টাকা। কত ছোট–বড়-মেজ আমলার ঘোরাঘুরি। জনগণ যে আঁধারে সেই আঁধারে। হাসপাতালে চিকিৎসা বাদে সবকিছুই, বিদ্যুৎ দপ্তরে, থানায়, বি.এল.আর-ও তে বিনা ফিসে কাজ হবে না। থানায় আরব তো ব্লকে রাঙ্গিয়া এল.আর.ও.-এ মক্কা তো বিদ্যুৎ দপ্তরে বৃন্দাবন। ফেল কড়ি মাখ তেল। সাগরদীঘি সেই হীরালাল ভকতের আমলেই আটকে আছে। এ অহল্যার মুক্তি নেই ?


### জঙ্গীপুর পৌরসভা

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

### বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় জেলাশাসকের আদেশানুক্রমে আগামী ১১/০৮/২০১৪ হইতে ০১/০৯/২০১৪ অবধি আর্থ-সামাজিক জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হইবে। এই উপলক্ষে সকল নাগরিকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা যেন নিজ নিজ ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট ক্যাম্প অফিসে নামের সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করণে উদ্যোগী হন।

আদেশানুক্রমে
মোজাহারুল ইসলাম
পৌরপিতা
জঙ্গীপুর পৌরসভা

Memo No 2104/131/14 JM. Date 6.8.14

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

### জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।